[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তো আক্রমণের খবর ছড়িয়ে দিতে ভয় পায়নি! এমনকি আমার পূর্ব পুরুষরা সাজোয়া ট্যাংকের উপর গুলি ছুড়তেও একাত্তরে ভয় পায়নি। তাহলে আজ আমি কেন এতো ভয় পাচ্ছি? আমি তো তাদেরই উত্তরসূরী। তাহলে কি আমি ভীতু! সত্যিই কি আমি ভীতু?

আমিও তো চালিয়েছি সিন্দাবাদের সেই পঙ্খীরাজ। দুর্দান্ত দাপটের সাথে টিপু সুলতানের মতো, আস্তাবলের সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা নিয়ে ছুটেছি সারদার পুলিশ ট্রেনিঙয়ের মাঠে। এক লাফে চুড়ায় উঠেছি; নয় ফুট উচ্চতার সমান সীমানা প্রাচীরের। রশি বেয়ে উঠেছি বাইশ ফুট। গ্রীষ্মের কাটফাটা দাবদাহের গরমে পুড়ে কংক্রিটের রাস্তা ধরে প্রতিদিন দৌড়েছি দশ কিলোমিটার পথ।

একআঙ্গুলে বহন করে চলেছি চার কেজি ওজনের হাতিয়ার। আমার আঙ্গুলের ইশারায় গগনবিদারী শব্দে গর্জে উঠেছে বিশ্বসেরা সব আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু আমি তখন একটুও ভয় পাইনি।প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে দেখেছি নতুন নতুন কবর! যারা কয়দিন আগে আমাদের মতো করে দৌড়াতো এই কংক্রিটের রাস্তা ধরে। দেখেছি সারদাহ এর মাঠে হঠাৎ পাশের বন্ধুটি কংক্রিটের উপর পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে।

আর আমরা তাকে ফেলে দৌড়ে চলেছি। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে কতো জন ভেঙ্গেছে হাত, পা এবং কোমর। তাদেরকে নিয়ে দ্রুত গতিতে মাঠ ছেড়েছে অ্যাম্বুলেন্স। তখনতো কোন ভয় পায়নি আমি। মৃত্যু পুরীতে কাটিয়েছি একটি বছর। প্রতিদিন আশে পাশে ঘুরেছে আজরাইল।

একটুও ভয় পাইনি। কিন্তু আজ আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। এক বছরের মৌলিক প্রশিক্ষন শেষে পবিত্র সংবিধান, পতাকা ও পবিত্র কোরআনে উপর হাত রেখে শপথ করছি দেশ মাতৃকার প্রয়োজনে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করবো না। তাহলে কেন? কেন সেই আমি আজ ভয় পাবো?

আমার ভয় হচ্ছে। বড্ড ভয় হচ্ছে। ভয় হচ্ছে, হাজারো আশরাফুল শেখদের কথা ভেবে। নড়াইলের আশরাফুল শেখ। বয়স আর কতোই বা হবে!দুই কন্যা সন্তানের জনক তিনি। বড় মেয়েটি এবার অনার্স শেষ করেছে; আর ছোট মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে।

আশরাফুল শেখ রোগাক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ শরীরে মাদুরের বোঝা মাথায় নিয়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ফেরি করে। তার পা যেদিন চলে না; বাড়ির চুলাটাও সেইদিন জ্বলেনা। আশরাফুল শেখের শরীরটা বেশ কয়েক বছর ধরেই খারাপ। চিকিৎসা তো দূরের কথা, মৃত্যুর আগ পযর্ন্ত

একবেলা বিশ্রাম তার কপালে জোটেনি। তার কোন পুত্র সন্তান না থাকায় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তিনি। একটি মাত্র কুড়ে ঘর ছাড়া আর কোন সম্পদ তার নাই। মেয়ে দুইটি পড়াশুনায় খুব ভালো।

আশরাফুল শেখ ক্ষুধা পেটে অসুস্থ শরীরে মাদুরের বোঝাটি মাথায় নিয়ে মনের জোরে ধীরপায়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফেরি করে। ভাবে বড় মেয়েটা চাকরী পেলে তার আর কস্ট থাকবে না। আশরাফ শেখ শেষ কবে দুপুরের খাবার খেয়েছে তার মনে পড়ে না। কখনো একটা বিস্কুট সাথে কয়েক গ্লাস পানি দিয়ে পেটটা ভরেছে।তবে ইদানীং সে মনে করে তার চিকিৎসা করানোটা খুব বেশী দরকার।

কিন্তু ভাত যেখানে স্বপ্ন; চিকিৎসা সেখানে বিলাসিতা ছাড়া আর কি! ছোট মেয়েটার সামনে পরীক্ষা। তার একটা জামা কেনার দরকার। আশরাফ শেখ প্রতিদিন অল্প অল্প করে জমিয়ে তিনশ টাকার মতো করতে পেরেছে। বড় মেয়েটার এমবিএ ভর্তীর তারিখ দিয়েছে। লাগবে তিনহাজার টাকা। এই সব ভাবতে ভাবতে আশরাফ শেখ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কোন ভাবেই আশরাফ শেখের জ্ঞান ফেরেনা। স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে নড়াইল সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় প্রেরণ করেন।

আশরাফ শেখের মেয়েরা স্থানীয়দের কিছু সহায়তা এবং সুদি মহাজনের কাছ থেকে ধার করে চব্বিশ হাজার টাকা নিয়ে গত ১১/৫/২০২০ তারিখে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে হাসপাতালে ভর্তি করায়। টাকার অভাবে তেমন কোন চিকিৎসা সে পায়নি।

এরই মধ্যে আশরাফ শেখের শরীরে করোনা ভাইরাসের লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়। পরীক্ষায় আশরাফ শেখের করোনা পজিটিভ আসে। অভিমানী আশরাফ শেখ ২০ মে ২০২০ তারিখে পৃথিবীর মায়া ছেড়ে আল্লাহ্র কাছে আপন গন্তব্যে পাড়ি জমান।

কিন্তু আশরাফ শেখ মরেও যেন মুক্তি পেলোনা। পেলোনা প্রিয় ভূমি ও প্রিয় মানুষের বিদায়। যেহেতু আশরাফ শেখ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলো, তাই তাকে কবর দেওয়ার জন্য কেউ জমি দেয়নি। কেউ খুড়তে চাইনি তার কবর। আশরাফ শেখের অসহায় মেয়ে আর স্ত্রীর বুকফাটা কান্নায় গলেনি কারোর হৃদয়।

এদিকে হাসপাতাল থেকে লাশ নেওয়ায় জন্য বার বার তাগাদা দিচ্ছে

কতৃপক্ষ। কি করবে আশরাফ শেখের মেয়ে আর স্ত্রী? তাদের তো নিজের কোন জমি নাই। আবার লাশ দাফনের মতো কোন পুরুষ মানুষ ও নাই। তারা অঝোর ধারায় কেঁদেই চলেছে হাসপাতালের সামনে।

আল্লাহ মানুষকে কেন এতো কঠিন পরীক্ষায় নেন? মানুষ কেন এতো বেশী অসহায়? হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের জোরাজুরীতে আশরাফ শেখের মেয়ে তাদের অসহায়ত্বের কথা কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা লাশ পুলিশ কে দিয়ে দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করে।

আশরাফ শেখের মেয়ে একথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা তার বাবাকে চিকিৎসা করাতে পারলো না; মরার পরে নিজেরা দাফন কাজও করতে পারবে না। তার প্রিয় বাবার লাশটাও বাড়িতে নিতে পারবে না।

আশরাফ শেখের মেয়ের বুক ফাটা চিৎকারে হাসপাতালের আশপাশে এলাকার বাতাস ভারি হয়ে উঠে। বারবার বাড়িতে ফোন করে কোন সাড়া না পেয়ে আশরাফ শেখের মেয়ে কান্না থামিয়ে বলে, আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করেন।

আমরা লাশ গ্রামে নিতে পারবো না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অফিসার ইনচার্জ মিরপুর মডেল থানা লাশ দাফনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এইসব দেখে শুনে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারছি না। ইদানীং খুব তাই ভয় হচ্ছে আমার!

সরকারি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিশজনের করোনা পজিটিভ মিরপুর থানায়। করোনা উপসর্গ নিয়ে পরীক্ষার অপেক্ষায় আরো দশজন। তাই ভয় হয় মিরপুর থানার আমরা সবাই যখন করোনা পজিটিভ হয়ে যাবো তখন কি ঘটবে? আশরাফ শেখদের লাশ কি তখন রাস্তায় পড়ে থাকবে?

এজন্যই কি তের বছরের কিশোরীটা সেদিন তার শরীরের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের উদ্দাম নাচ নাচতে দিয়েছিল? সে কি জানতো টাকার অভাবে আশরাফ শেখদের চিকিৎসা হবে না? জমি না থাকার কারনে নিজ গ্রামে তার কবর হবে না?

আশরাফ শেখদের কথা শুনে কি কষ্ট পাবেনা সেদিনের সেই কিশোর যোদ্ধাটি। সে যদি জানতো আশরাফ শেখদের জন্য স্বাধীন দেশে এই পরিনতি অপেক্ষা করছে তাহলে কি সে ভয় পেতো না?

সে কি পারতো গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করতে? নিশ্চয়ই এ কথা জানলে তার হাত কাপতো! বুক চিতিয়ে দাড়াতে পারতো না সেদিন রাজার বাগের

পুলিশ বাহিনী!

তাই আজ আমার বুক ভয়ে দূরু দূরু করছে! আমার তো টাকা নাই; চিকিৎসা হবেতো? আমার জমি নাই কবরের জন্য; কেউ জমি দিবে তো? আমার থানায় বিশজন আক্রান্ত!

আমি যদি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আমার লাশ নিজ গ্রামে নেওয়া হবেতো? তাই একথা বলতে আজ আমার কোন লজ্জা নাই! ভয়ে আমার বুকটা কাঁপছে।

সত্যিই খুব ভয় পাচ্ছি আমি।

মেপ্র/এমএফআর

দুই ঘন্টা বাইরে ম্যাজিস্ট্রেট, ভেতরে আটকা অসংখ্য ক্রেতা

কুষ্টিয়ায় দোকান বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ভেতরে রমরমা ব্যবসায়ের অভিযোগে মৌ ফ্যাশান নামে এক দোকান মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়াও সরকারি নির্দেশনা না মানায় বিভিন্ন দোকান মালিককে মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এসব অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ হাসান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া শহরের ইসলামিয়া মার্কেটে অবস্থিত মৌ ফ্যাশন নামক তিন তলা বিশিষ্ট বস্ত্রবিতানের ভিতরে অসংখ্য ক্রেতা ঢুকিয়ে দিনের পর দিন কৌশলে রমরমা ব্যবসা চালিয়ে আসছে।

এমন অভিযোগে শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু জেলা

প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি টের পেয়েই সেখানকার ২১ জন কর্মচারী, মালিক ও অসংখ্য ক্রেতা সহ তিন তলার প্রতিটি দরজায় বাহিরে থেকে তালা লাগিয়ে দোকানের অপর একজন মালিক পালিয়ে যায়।

দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপেক্ষায় থাকার পর দোকান মালিক সমিতির নেতাদের সাথে করে সেই দোকান মালিক এসে দোকান খুললে ভেতরে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যুৎবিহীন দোকানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আটকে পড়া অসংখ্য ক্রেতা সাধারন। তাদেরকে প্রায় দুই ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান পরিচালনা করে উদ্ধার করা হয়।

এমন অমানবিক কার্যক্রম ও সরকারি আদেশ অমান্য করে গণজমায়েত করে ব্যবসা পরিচালনার দায়ে দোকান মালিককে দন্ডবিধি, ১৮৬০ আইন এর ২৬৯ ধারা মোতাবেক ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়।

তিনি আরও জানান, শহরের বিভিন্ন শপিংমল, বস্ত্রবিতান ও কসমেটিকস সামগ্রীর দোকানে করোনা বিস্তারোধকল্পে সামাজিক দুরত্ব নিশ্চিতকরণে ভোর ৬ টা হতে এই অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ত্রিশ জন বিক্রেতা ও ক্রেতাকে আরও ২৪ হাজার টাকা সহ মোট ৪৪ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন এর উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকেলে ঈদ -উল ফিতর উপলক্ষে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঈদ সামগ্রী তুলে দেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ১হাজার পরিবারের মাঝে এই ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুর পৌরসভার ১১হাজার পরিবারে কাছে পৌঁছে গিয়েছে খাদ্য সহায়তা।

জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরন করছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি।

তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন , ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শাকিল রাব্বী ইভানসহ যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

ঈদে ব্যক্তিগত গাড়িতে গ্রামে যাওয়া যাবে: র্যাব প্রধান

ঈদুল ফিতরের ছুটিতে রাজধানী থেকে গ্রামের বাড়ি যেতে পারবেন কি না, তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। যে কেউ চাইলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঈদ উদযাপনে গ্রামের বাড়ি যেতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিজস্ব পরিবহন থাকতে হবে। কোনো ধরনের গণপরিবহনে যাতায়াত করা যাবে না বলে জানিয়েছেন র্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন।

শুক্রবার সকালে আসন্ন ঈদুল ফিতর ও চলমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে গৃহীত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি একথা জানান।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে যে কেউ ব্যক্তিগত গাড়িতে গ্রামের বাড়ি যাওয়া আসা করতে পারবেন। তবে কোনোভাবেই গণপরিবহনে যাতায়াত করা যাবে না।

ঈদের আগে হঠাৎ ব্যক্তিগত গাড়িতে চলাচল স্বাভাবিক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত যথাযথ কিনা এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমরা পালন করছি। সরকার হয়ত যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছে। তবে গণপরিবহণ তো চলছে না। যারাই ঢাকার বাইরে যাচ্ছেন বা আসছেন অবশ্যই স্বাস্থ্য বিধি মেনেই আসছেন।

ঈদের পরে ছুটি শেষে যখন মানুষ ফিরবে তখন তো আবার করোনার সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন প্রশ্নে ডিজি বলেন, সবাইকে আহ্বান করব সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভালো মতো ফিরবেন। গণপরিবহনে গাদাগাদি করে ফিরবেন না।

ঈদের দিনে বা আগে পরে রাজধানীর দর্শনীয় স্থানগুলোতে ভিড় করা যাবে না। ঈদের জামায়াতে স্বাস্থ্যবিধি বা সরকারি নির্দেশনা মানা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কঠোর নজরদারি রাখবে র্যাব। যুগান্তর

হাসপাতালে করোনা রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাও পাচ্ছেন না: রিজভী

হাসপাতালগুলোতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীরা নূন্যতম চিকিৎসাসেবাও পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

শুক্রবার সকালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই অভিযোগ করেন।

রিজভী বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে কোনো বেড পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চিকিৎসার জন্য মানুষ হাহাকার করছে। মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলেও ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে না। যদি করোনা পজিটিভ হয় কোথায় চিকিৎসা নেবে তারা? হাসপাতালে বেড নাই, কোনো চিকিৎসা নাই-কিচ্ছু নাই। সরকার ফ্লাইওভার করেছে কিন্তু একটা হাসপাতালেও নির্মাণ করে নি। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যে আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম দরকার সেটা দেয় নি।

রিজভী বলেন, সরকার উন্নয়ন দেখাচ্ছে। এসব করে আপনার নেতাকর্মীদের পকেট ফুলতে ফুলতে্ একেবারে বেলুনের মত করে দিয়েছেন।মানে টাকা এত বেশি পকেটে ঢুকেছে-বেলুনের মত। মানুষ যেখানে বাঁচবে, জনগন যেখানে বাঁচবে।তাদের রোগে-শোকে ভোগলেও ন্যুনতম একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকার করেনি। করোনায় আক্রান্ত হলে অক্সিজেন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। সেই অক্সিজেন সিলিন্ডার বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন মাস্ক যেটা দরকার সেটা ৮০ শতাংশ হাসপাতালে নেই, অক্সিজেন লাঞ্চে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে মেশিনটি দরকার সেটা ৬৯ শতাংশ হাসপাতালে নেই। এভাবে দেশের মানুষ নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করছে।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে(এডিপি) স্বাস্থ্যখাতে কম বরাদ্দ দেয়ায় সরকারের কড়া সমালোচনা করেন রিজভী।

রাজধানীর উত্তরার ৪৭ নং ওয়ার্ডে মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এম কফিলউদ্দিনের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদসামগ্রী উপহার বিতরণের এই অনুষ্ঠান হয়। এ সময়ে মহানগর উত্তরের নেতা আহসানউল্লাহ হাসান, এবিএমএ রাজ্জাক, মোতালেব হোসেন রতন, মমতাজ উদ্দিন, এফ ইসলাম চন্দন, সফুরউদ্দিন মৃধা, সাইফুল ইসলাম সরুজ, তাজুল ইসলাম, মো. মুনির, জাহিদ মাস্টার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এরপর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর পূর্ব ছাত্র দলের উদ্যোগে দুস্থ ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এ সময়ে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুর রহমান খোকন, সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল, সিনিয়র সহ-সভাপতি কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণসহ মহানগর পূর্বের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর দুপুরে মগবাজারে মীরবাগে ফিউচার অব বাংলাদেশের উদ্যোগে

দুস্থ মানুষের মধ্যে ঈদ উপহার বিতরণ করেন রিজভী। এই সময়ে শওকত আজিজ, জামাল হোসেন টুয়েল, রেজাউল হোসেন অনিক উপস্থিত ছিলেন।

রিজভী বলেন, আমরা যদি বলি সরকারি হিসাব ২৮ হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত এদেশের মানুষ এবং ৪শ’ দুই মারা গেছেন। এটা হচ্ছে সরকারি হিসাব। আর যারা মেডিকেল গবেষণা করে, বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন, সরকার যে হিসাব দিচ্ছে তার থেকে ১০ গুন থেকে ৪০ গুন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন এবং মারা যাচ্ছেন।

সরকার অনেক পরিসংখ্যান গুম করছেন, প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না। এটা আমার কথা নয়, যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের কথা। তাহলে সরকার কি করেছে? যুগান্তর

একদিনে করোনায় সর্বোচ্চ ২৪ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ১৬৯৪

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একদিনে আরও ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৩২ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৬৯৪ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৩০ হাজার ২০৫।

এ ছাড়া নতুন করে ৫৮৮ জনসহ মোট ৬ হাজার ১৯০ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

শুক্রবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

গাংনীতে ইউপি চেয়ারম্যান ও তার সহধর্মিণীর ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের অসহায় গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে ঈদ উপহার তুলে দিলেন ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা ও তার সহধর্মিণী সারমিন সুলতানা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের আধারে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে অসহায় মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে ঈদ উপহার তুলে দেন।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান, করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে অসহায় কর্মহীন মানুষ গুলো কে যেন ঈদ আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হতে হয় সেই জন্যেই আমার এই উপহার।

চেয়ারম্যানের সহধর্মিণী সারমিন সুলতানা বলেন, ঈদের বাজার সহ তাদের মাংস কেনার জন্যে ৩০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তারা সুন্দর ভাবে ঈদের আনন্দ টুকু উপভোগ করতে পারেন।

গাংনীর পৃথক স্থানে হামলার ঘটনায় ৩ জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় পৃথক স্থানে হামলার ঘটনায় বাবা-ছেলেসহ ৩ জন আহত হয়েছে। আহতরা হলো, গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ভোমরদহ গ্রামের গোলাম হোসেনের ছেলে মোস্তফা আলী (৫০) ও তার ছেলে ওমর ফারুক (৩০)।

বৃহস্পতিবার (২১ মে) দুপুরের দিকে ভোমরদহ গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ভোমরদহ গ্রামের খোকন আলীর ছেলে নাজমুল হোসেন এক প্রতিবেশীর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর বিয়ে করে। পরে বাড়ি ফিরে আসেন। তার বিয়ের বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী

ওমর ফারুক লোক সমাজে গল্প করেছিলেন।

এনিয়ে সম্প্রতি নাজমুল ক্ষিপ্ত হয়ে ওমর ফারুক ও তার পরিবারকে হামলা করে রক্তাক্ত জখম করেছিলেন। হামলা করার অপরাধে গ্রাম্য সালিসে নাজমুলকে জরিমানা করেছিলেন সালিসকারীরা। জরিমানার জের ধরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ওমর ফারুক ও তার বাবা মোস্তফাকে পূনরায় নাজমুল হামলা চালিয়ে আহত করেন।

এসময় প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লক্সে ভর্তি করেন।

অন্যদিকে একই সময়ে উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের শালদহ গ্রামে এক বৃদ্ধকে হামলা চালিয়ে আহত করা হয়েছে। আহত ওই বৃদ্ধ হলেন-শালদহ গ্রামের হাজী মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দীনের ছেলে তৌহিদুল ইসলাম (৬৭)।

স্থানীয়রা জানান, শালদহ গ্রামের সানোয়ার হোসেনের সাথে একই গ্রামের মৃত আমির উদ্দীনের ছেলে আনারুল ইসলামের বিরোধ চলছিল। এনিয়ে সানোয়ারের চাচাতো ভাই তৌহিদুলকে একা পেয়ে আনারুল হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন।

এসময় প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লক্সে ভর্তি করেন।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মধ্যস্থতায় জোড়া লেগেছে ভাঙা সংসারে

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মধ্যস্থতায় জোড়া লেগেছে একটি ভাঙা সংসারে। নিজের পিতা-মাতাকে ফিরে পেয়েছে নয় মাসের এক শিশু সন্তান। বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশের মধ্যস্থতায় নিজেদের ভুলের অবসান ঘটান দামুড়হুদার মাহাবুল ও তৃষ্ণা দম্পতি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক জানান, দু’বছর আগে দামুড়হুদার জয়রামপুর মল্লিকপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মাহাবুল হকের (৩২) সাথে বিয়ে হয় একই উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মিরাজ হোসেনের মেয়ে তৃষ্ণা খাতুনের (২৫)। বিয়ের পর তাদের সংসারে রয়েছে আসাদুজ্জামান (৯ মাস) নামে ফুটফুটে এক শিশু সন্তান।

এমন অবস্থায় পারিবারিক কলহের কারণে এক মাস আগে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মাহাবুল-তৃষ্ণার শিশু সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তৃষ্ণার মা চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।

অভিযোগের সূত্র ধরে পুলিশ সুপারের নির্দেশে জেলা পুলিশের ইউমেন্স সাপোর্ট সেন্টারের দায়িত্বে থাকা উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক কাজ শুরু করেন। উপ-পরিদর্শক বিভা রাণী প্রমাণিক উভয় পক্ষকে ডেকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

উপ-পরিদর্শক রাজিবুল হক আরো জানান, পরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলামের মধ্যস্থতায় মাহাবুল ও তৃষ্ণা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবারও সংসার করতে রাজি হয় এবং তারা নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

এতে পুলিশ সুপার মাহাবুল ও তৃষ্ণার সিদ্ধান্তে খুশি হয়ে তাদের সন্তান আসাদুজ্জামানকে ঈদ উপহার প্রদান করেন।